মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়। আর এই পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেয়াটাই আধুনিকতা। আপনি গুগল সার্চ করে ঔষধি গুণাগুণ জানার চেষ্টা করবেন আর কিছু হারিয়ে গেলে পানি পড়া দিয়ে উদ্ধার করার চেষ্টা করবেন, তা কী করে হয়?

এখনকার মেয়েরা টাইট জিন্স যেমন পরছে, হাল ফ্যাশনের টাইট বোরখাও দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য ফ্যাশনের তুলনায় টাইট বোরখার ফ্যাশন এখন তুঙ্গে। ঢাকা শহর এখন ঢেকে যাচ্ছে বোরখায়। বোরখাটা কি তাহলে আধুনিক একটি পোশাকে পরিণত হতে যাচ্ছে? আমার মনে হয় না। এখানে যে মানসিকতাটুকু কাজ করছে সেটা মোটেও আধুনিক নয়! জীর্ণ, পুরনো, এক ধরনের গোঁড়ামি। তাহলে টাইট কিংবা নানারকম সূচি কাজকর্ম করা বোরখাটা পুরনো মানসিকতার সঙ্গে আধুনিক একটা লুক দেয়ারই বৃথা চেষ্টা! মানসিকতা তো সেই সনাতনই! এই মানসিকতা কী নারী জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে, নাকি পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে? যদি পেছনের দিকে ঠেলে নিতে চায় তাহলে খুবই সর্বনাশের কথা! অনেক টাইট বোরখা পরা নারীকে দেখেছি চড়া রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করতে। চোখ টেনে কাজল দিতে এবং উঁচু করে খোঁপা করতে। বোরখার সঙ্গে এরকম কম্বিনেশনের বিষয়টা বুঝতে পারি না।

আবার অনেক নারীকেই বলতে শুনেছি, আমার যেমন খুশি যেমন ইচ্ছা তেমন পোশাক পরব, তাতে অন্যের কি। এমন বাক্য বলে কি সে নিজেকে চূড়ান্ত আধুনিক বলে দাবি করতে চায়? তাহলে বলতেই হয় যে, আধুনিক হতে তার আরো অনেক সময় লাগবে। নারী পোশাকে নয়, মনে-প্রাণে চিন্তা-ভাবনায় কাজে-কর্মে শিক্ষা-দীক্ষায় যখন তার জীবনযাত্রা পাল্টাবে শুধু তখনই সে একজন আধুনিক নারী হয়ে উঠতে পারবে। ■

কনফেশন

যা করেছিলাম তা অনেকের দৃষ্টিতে পাপ বা অন্যায়

আজ থেকে সাত বছর আগে, মেডিক্যালের সেকেন্ড ইয়ারে আমি। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। হলুদের ঠিক আগের সন্ধ্যায় ঘটল আমার জীবনের সবচেয়ে অবাক করা ঘটনা। কিন্তু এখন কেন জানি মনে হয় ঘটনাটা ঘটুক, আমিও বোধহয় চাচ্ছিলাম। কেননা আমার মধ্যে এই নিয়ে কোনো গ্লানি কাজ করে না। কোনো পাপবোধও নেই।

তারা ছিল আমাদের প্রতিবেশী। সে ছিল তুখোড় খেলোয়াড়, সুদর্শন, সব কাজের কাজী। শুধু পড়াশোনায় অত ভালো ছিল না, তবে ম্যাথসে সে নাকি সবাইকে টেক্কা দিতে পারত আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহরটায়। আর আমি শুধু পড়াশোনাই করতে পারি। বলতে নেই, ভালো ছাত্রীই ছিলাম। আমাদের ছোট্ট শহরটায় যে মেডিক্যাল কলেজ ছিল সেটাতেই যখন আমি একবারে চান্স পেয়ে গেলাম, তখন সবাই খুব অবাকই হয়েছিল। সে পড়িয়েছে আমাকে কিছুদিন। আমাদের মধ্যে প্রেম হলেও হতে পারত। কিন্তু কেন জানি প্রেম হয়নি। সে আমাকে তুই করে বলত আর আমি তুমি। সে ছিল আমার চেয়ে সিনিয়র। তিন বছরের বড়। আমার ভাইয়ের বন্ধু হওয়ার সুবাদে তাকেও ভাই ডাকতাম। সে ইকোনমিক্সে মাস্টার্স করছিল শহরেরই এক নামি কলেজে। ধরা যাক, তার নাম 'ক'।

মেডিক্যালে পড়ার পরও আমার বাবা অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভালো পাত্র পেয়ে আমার বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। মা, বড় ভাই-বোন সবাই রাজি। আমি গাইগুই করলেও আমার হবু বরের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর রাজি হয়ে গেলাম। এক দেখাতেই তাকে আমার পছন্দ হলো। সেও আমাকে পছন্দ করেছে জানাতে দ্বিধা করল না। শুরু হলো বিয়ের তোড়জোড়। কেনাকাটা, বিয়ের আয়োজন সবকিছুই আমার সঙ্গে কথা বলে সবাই করছে। আমার ভাই খাটাখাটুনি দৌড়ঝাঁপ করছে তার বন্ধুদের নিয়ে। এর মধ্যে ক-ও আছে। ক-দের বাড়ি আমাদের পাশেই হওয়ায় সে প্রায় সারাদিনই আমাদের বাড়ি থাকে। কখনো দুপুরে আবার কখনো রাতে আমাদের বাড়িতেই খায়, এমনকি ভাইয়ার সঙ্গে ঘুমায়ও। পরপর সব অনুষ্ঠান, এনগেজমেন্ট, হলুদ। ব্যস্ততার শেষ নেই।

ক-য়ের সঙ্গে আমি বা সেও আমার সঙ্গে ফ্রি ছিল। সে আমাকে জিজ্ঞেস করত, কিরে বর পছন্দ হয়েছে? আমিও উত্তর দিতাম– হ্যাঁ পছন্দ হয়েছে। আবার কখনো জিজ্ঞেস করত, এতদূরে যাবি খারাপ লাগবে না! কিংবা তোর পড়ালেখা শেষ করিস, না হলে খালাম্মা-খালু কষ্ট পাবে। আমিও কখনো উত্তর দিতাম আবার কখনো চুপ করে থাকতাম।

দেখতে দেখতে এনগেজমেন্টের দিনটিও এসে গেল। এনগেজমেন্টের দিন বেশ ছোটাছুটি করল সে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, একটু বেশি বেশি করছে। ক-এর ছোটাছুটি দেখে বরপক্ষের কয়েকজন জিজ্ঞেস করেই ফেলল ছেলেটা কে? অনুষ্ঠান শুরুর আগে সাজগোজ করে নিজের ঘরে বসে আছি, কেউ এসে আমাকে নিয়ে যাবে। ছেলের বাড়ির লোকজনদের চা-নাশতা পর্ব শেষ হলেই আমি যাব, আংটি পরানো হবে। হঠাৎ ক ঝড়ের বেগে ঢুকল। আমার পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে আবার ফেরত এসে বলল, কী দেখলি এই ছেলের মধ্যে তুই? এত তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেলি! একটু থেমে মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, তোকে যে কী সুন্দর লাগছে, মনে হচ্ছে...

সে আর কথা শেষ করতে পারেনি, কেউ চলে এসেছিল আমাকে নিতে। ক-এর চোখে দেখেছিলাম অদ্ভুত দৃষ্টি। আমি অবাকও তেমন হইনি। সবকিছু ঠিকঠাক মিটে গেল। চলে এলো সেই দিন।

গায়ে হলুদের ঠিক আগের সন্ধ্যায় সে ফোন দিয়ে আমাকে বলল, তুই একটু আয় তো, কথা আছে।

ওদের বাসাটা ছিল খুব সুন্দর। সারা বাড়িতে অনেক গাছপালা, ফল-ফুলের গাছ। একলা-দোতলা মিলে ওরা থাকলেও সারা বাড়িতে লোক বলতে তিনজন আর অনেকগুলো কাজের লোক। ক থাকত ছাদের ঘরে। আমি সেই সন্ধ্যায় গেলাম। দীর্ঘদিনের পুরনো বুয়া বলল, সে তার ঘরেই আছে। তার ঘরে বহুবার গিয়েছি আগেও। গিয়ে দেখলাম, ঘর অন্ধকার করে সে শুয়ে আছে। সারাঘরে সিগারেটের তীব্র গন্ধ আর ধোঁয়া। আমি কাছে দাঁড়াতেই হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরল। বলল, লাইট দিস না। আমি খুব একটা অবাক হলাম না। আমি যেন জানতামই এমন কিছু একটা হবে। আমি ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াতেই ক বলতে শুরু করল, আমি জানি না আমার কেন এমন হচ্ছে। আমার আগে কখনো তোকে দেখে এমন মনে হয়নি। এখন মনে হচ্ছে তোকে ছাড়া আমার চলবে না। বিয়েটা ভেঙে দেয়া যায় না?

না, আমার বিয়ে হয়েছিল সেই ছেলের সঙ্গেই। কিন্তু সেই দিন, সেই সন্ধ্যায় আমার আর ক-এর মধ্যে এমন কিছু হয়েছিল, যা পৃথিবীর সব নারী-পুরুষ ভালবাসলে তাদের মধ্যে হয়, যা সৃষ্টির উৎস, যা না হলে এই পৃথিবীই নিষ্ফলা থেকে যেত। আমার বিয়ে ভালোভাবেই হয়েছিল। শুধু বিয়ের দিন হঠাৎ জরুরি কাজে ক ঢাকায় চলে গিয়েছিল।

এরপরও আমাদের দেখা হয়েছে। আমরা কেউ কারো সঙ্গে ওইদিনের কথা তুলি না। আমরা জানি আমরা যা করেছিলাম তা অনেকের দৃষ্টিতে পাপ বা অন্যায়। কিন্তু আমি তা মনে করি না।

–ইশরাত জাহান, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া